বাবা কালেশ্বরের

জন্ম বৃত্তান্ত।

রচয়িতা—

শ্রীমুকুন্দরাম খাটুয়া।

তমলুক শীতলা প্রেস হইতে মুদ্রিত।

(এক)

ওঁ

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞান মূর্ত্তিম্ ।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনং সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম ॥
একং নিতং বিমলং মতলং সর্ব্বধী সাক্ষীভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরাহিতং সদগুরু ত্বং নমামি ॥

(১)

ধ্যেয় সদা পরিতবঘ্নমভিষ্ট দোহং
তীর্থাস্পদং শিবাবরিঞ্চিত ন্যুতং শরন্যম্ ।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণত পালং ভবাধিব পোতং ।
বন্দে মহাপুরুষতে চরণার বিন্দম্ ॥

(২)

ত্যক্তাসুদুস্ত্যজ সুরৈস্পিত রাজ্য লক্ষ্মীং ।
ধর্ম্মিষ্ট আর্য্য বচসা যদ গাদ অরণ্যম্ ॥
মায়া মৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্ব ধাবৎ ।
বন্দে মহাপুরুষতে চরণার বিন্দম্ ॥

শ্রীশিব প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রম্

(১)

প্রাতঃ স্মরামি ভবতীতিহরং সুরেশং।
গঙ্গাধরং বৃষভবাহন মম্বিকেশম্ ।।
খট্টাঙ্গ শূল বরদাভয় হস্তমীশং ।
সংসার রোগহর মৌষধম দ্বিতীয়ম্ ।।

(২)

প্রতর্নমামি গিরিশং গিরিজার্দ্ধ দেহং ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণমাদি-দেবম্ ।।
বিশ্বেশ্বরং বিজিত বিশ্বমনোভিরামং ।
সংসার রোগহর মৌষ দ্বিতীয়ম্ ।।

(৩)

প্রাত র্ভজামি শিবমেক মনন্ত মাদ্যং ।
বেদান্ত বেদ্য মনঘং পুরুষং মহান্তম্ ।।
নামাদি ভেদরহিতং ষড়ভাব শূন্যং ।
সংসার রোগহর মৌষধর্ম্মা দ্বিতীয়ম্ ।।

প্রণাম—

আনন্দং আনন্দ করং প্রসন্নং জ্ঞান স্বরূপং,
নিজ কোধযুক্তং যোগিন্দ্র মীজং ভবরোগ বৈদ্য ।
শ্রীমদং গুরুং নিত্য মহং নমামি ।।

বাবা ফালেশ্বরের জন্ম বৃত্তান্ত

ও বঙ্কু ব্রহ্মাকে আমি করিয়া স্মরণ
বাবা ফালেশ্বরের বৃত্তান্ত কিছু করিব বর্ণন,
ফালেশ্বর ছিলেন তিনি কোন্ ধরাধামে।
ফিরিয়া আসিলেন শেষে মানবের নামে।
কিরূপে আসিলেন তিনি কেহ নাহি জানে।
নিজের জন্মের কথা বলিলেন কোন জনে,
দরিদ্র ছিলেন একজন শ্রীপতি জানা নামে
বাস করেন তিনি উত্তর সাউতানচক্ গ্রামে।
শ্রীপতি একদিন হাল করেছিল জলে,
বারে বারে সাড়া করে উঠিলেন কালে।
প্রথমে কি নাম তার কেহ নাহি জানে,
ঠাকুর বলিয়া তাঁরে কেহ নাহি মানে।
শ্রীপতি লইয়া তাঁরে ফিরিলেন ঘরে,
ঘরে গিয়া রাখিলেন জানালার পরে।
ঠাকুর হাসিয়া একদিন বলিলেন তারে,
আনিয়া রাখিলে কেন জানালার পরে।
আনিয়াছ যেমন মোরে কর মোর সেবা,

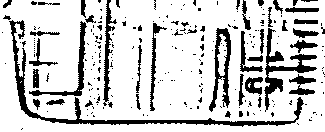

(চার)

সেবা যদি করিবে তবে কর আগে সভা ।
কতদিন থাকিব আমি জানালার পরে,
আসিয়াছি দয়া করে আপনার তরে ।
ইতস্ততঃ করে তিনি বলিলেন তারে,
করিবে আমার পূজা যত শীঘ্র করে ।
এইরূপে তুমি আমায় করিতেছ সাজা,
সাত আট দিন হইল গত কর নাই পুজা ॥
এইরূপে একমাস আরও হইল গত,
লোকের কানে হইল কথা শত শত ।
এই কথা বলিলেন তিনি মানবের কাছে,
বলিয়া রহিলেন তিনি জানালার পাছে ।
স্মরণ করিয়া দিলেন করিল না পুজা,
মনে মনে ঠাকুর ঠিক করিলেন সাজা ।
ঠাকুর একদিন তাঁরে লইয়া কোলেতে,
বাহির হইলেন তিনি পথের মাঝেতে ।
শুইয়া ছিলেন তিনি বিছানার পরে,
আনিয়া দিলেন আছাড় রাস্তার পরে ।
তুলিয়া লইলেন তাঁরে কোলের উপরে,

(পাঁচ)

লইয়া চলিলেন আবার যমুনার ধারে ।
শ্রীপতি পাইয়া ভয় দেখিলেন তারে,
কেবা আনিলেন মোরে ঘন অন্ধকারে ?
শ্রীপতির মনে হইল ভয়ের সঞ্চার,
কোথা হইতে আসিলেন কেবা নিরাকার ?
ভাবিতে ভাবিতে তিনি চলিয়াছেন কোলে,
আসিয়া পড়িলেন তাঁরা যমুনার তলে ।
এইখানে কর পূজা বলিলেন দেবতা,
তোমারি করিব মঙ্গল আছি সর্ব্বথা ।
এইরূপে স্থান তিনি নির্দ্দেশ দিয়া,
হইলেন অন্তর্হিত গেলেন চলিয়া ।
শ্রীপতি ভাবিলেন মনে, কে আনিলেন সাথে
আনিয়া অন্তর্হিত হইলেন শ্মশানের মাঝে ।
চলিয়া আসিলেন তিনি মলিন বদনে,
কিন্তু তাঁরে ভয় লাগিলনা কোনখানে ।
ফিরিয়া আসিলেন তিনি নিজের বাড়ীতে,
ভোর হইলে তিনি তুলিলেন সকলের কর্ণে
তবু করিল না বিশ্বাস কোন ধরাতুর ।

(ছয়)

রাখিলেন তাঁরে তিনি বাড়ীর কিছু দূর,
সেইখানে রাখিয়া তাঁরে দিলেন কাঁটা বেড়া।
কাঁটা বেড়া দিলেন তাই গরু বাছুর ছাড়া,
প্রথমে রাখিয়া তিনি পুঁতিলেন ফুল গাছ।
সেইগুলি পুঁতিলেন ঠাকুরের পাশ।
সন্ধ্যা সকাল পুজা করেন ঠাকুরের আদেশে
চারিদিকে হইল প্রচার কত দেশ বিদেশে।
ঠাকুর রহিলেন তিনি শ্মশানের ধারে,
প্রতিদিন সন্ধ্যা সকাল রামায়ণ পড়ে।
তাই তারা সন্ধ্যা সকাল শুনিবার তরে,
কতশত লোক আসে শ্মশানের ধারে।
শুনিয়া চলিয়া যান আপনার ঘরে,
যাইবার সময় তাঁরা প্রত্যেকে প্রণাম করে।
সকলে ভাবেন তাঁরা কোন দেবতা কোন ছলে,
আসিয়াছেন তিনি আমাদের এই ধরাতলে।
প্রথমে আসিয়া একজন শুইলেন ঠাকুরের পাশে,
ঠাকুরের দয়া হইল ছাড়িলেন শেষে।
আসিয়া ছিলেন তিনি রোগের কারণ,

এখানে আসিলে হবে রোগ নিবারণ।
এই কথা মনে করে আসিলেন তিনি,
শুইলেন ঠাকুরের পাশে দয়া করেন যিনি।
বিদেশ হইতে আসিলেন লোক কত শত,
ঠাকুর জানিয়া তাঁদের করিলেন হৃত।
এইরূপে লোকের মুখে হইল প্রচার,
যাঁরা আসিলেন তাঁদের করিলেন উদ্ধার।
উদ্ধার হইয়া তারা পুজা দেয় তাঁরে,
কত শত লোক আসে ভাল হইবার তরে।
কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন কি নাম তাঁহার,
জানিতে পারিয়া তাঁরা নাম দিলেন উহার।
বাবা ফালেশ্বর নামে আজিও বিখ্যাত,
আজিও তাই সকলের মুখে ধরা ধামে খ্যাত
এইরূপে ফালেশ্বরের হইল জনম,
মনদিয়া সকলে করিবেন পঠন।
ফালেশ্বরের আজি হইল উদয়,
দেখিলে হইবে মনে পাষাণ হৃদয়।
আজিও তাঁর স্থানে কত লোক আসে,

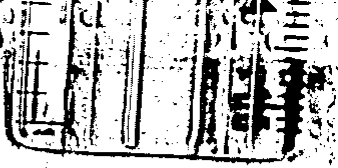

(আট)

পূজা দিয়ে তাঁরা ফিরে যায় গৃহবাসে।
ফালেশ্বরের মন্দিরে কত ধুম ধাম,
যাত্রী থাকিবার জন্যে করেছেন ধাম।
বিরাট দেতালা বাড়ী উচুঁ দীর্ঘ বড়।
রান্না ঘর আছে সেথা আছে তার দ'র ॥
খড়ের ছাউনি তার গম্ভীর কুঠির।
রান্না করিবার জন্য আছে সেথা নীর ॥
কোন কিছু অভাব নাই এই মহামন্দিরে।
যা কিছু খুঁজিবেন সেথা পাইবেন তারে ॥
দোকান আছে সেথা খুব ঘন ঘন।
লোকের বসতি সেথা নাইকো গনন ॥
বাড়ীগুলি সুন্দর মন্দিরের পাশে।
কত দেশ দেশান্তরের লোক সেইখানেতে আসে।
এইভাবে জায়গাটি হয়েছে শহরের মত।
শ্রীপতি রয়েছে সেথা দিবা অবিরত ॥
সারাদিন খায় নাই অন্ন সন্ধ্যার প্রাক্কালে।
সামান্য কিছু অন্ন খেয়ে আসেন সকালে ॥
তবু দেবতার মন্দির হয় নাই আজ।

কত শত লোক সেথা করেছেন কাজ ॥
কেহ বা দেবতা বলে পরীক্ষা করিলে
পূজা লয়ে ফালেশ্বর তাঁহারে ছাড়িলে ॥
মন্দিরের আশে পাশে কত রয়েছে গাছ ।
মেয়েদের ঘুমটার কত রহিয়াছে লাজ ॥

কেহ কেহ স্নান করি উঠিয়া কিনারায় ।
পরিলেন আপন বস্ত্র চিনিয়া পুনরায় ॥
তারপর আসিলেন তাঁরা দেবতার মন্দিরে ।
পূজা দিয়া তার পরে ঘরে যান ফিরে ॥
কেহ কেহ পূজা তারা ভাণ্ডে নিয়ে আসে ।
নাম লেখে তারপরে স্থানে দিয়ে আসে ॥
কিছুক্ষন পরে শ্রীপতি ডাকিলেন তাঁদেরে ।
নাম ধরে ডাকিলে পর তাঁরা যায় পরে পরে ॥
ভাঁড়গুলি যে যার হাতে করে নিয়ে ।
চলিলেন তারপরে দক্ষিনা দিয়ে ॥
কেহ আনে শিশিরে তেল ভর্ত্তি করে ।
মন্দিরেতে রাখিলেন নিজের নাম ধরে ॥
কিছুক্ষণ পরে নাম ধরে ডাকিলেন শ্রীপতি

ডাকিমাত্র তাঁরা আসিলেন শীঘ্রগতি ॥
শ্রীপতি বলিলেন তাঁদেরে কি রকম কার নিয়ম ।
শুনিয়া লইল তারা করিয়া প্রনাম ॥
বেলপাতা আতপ-চালে তুমি করিবে ভোজন ।
এই হয় গো তোমার পেটে ব্যাধির কারণ ॥
এই তেল লয়ে মালিশ করিবে তোমরা ।
যদি থাকে ছাতির দোষ, আর বাত ধরা
এই কাজ করিলে তোমরা পাইবে নিস্তার
রোগ হইতে তোমরা হইবে উদ্ধার
এই কথা শুনে তাঁরা চলিলেন বাড়ী
পথে গাড়ী ঘোড়া কত চলিছে ডাক্ ছাড়ি
এইভাবে ঠাকুরের হইল কত আয়
কত গহনা গাঁটি তারা করে দিয়ে যায়
দুইটি ধুতুরাফুল আছে ঠাকুরের পাশে
দুধ লইয়া ঢালিলে পর পড়ে নেতনালার পাশে
ভাঙে খায় বলে তিনি কেহ বলেন শঙ্কর
শঙ্কর হইলে তবে পাপ করিবেন নিস্কর
এই ভাবে কত শত পাপী এসে পড়ে
পাপ তার দূর হয়ে যায় স্বর্গপুরে
১৭ই আষাঢ়ে ঠাকুর উঠিলেন ফালে

(এগার)

১৩৫৯ সালে উঠিয়াছেন সকলেতে বলে ॥
ঠাকুর রয়েছে সেথা বেড়ার মন্দিরে
সেখানে আসিলে কেহ ভক্তিপূর্ণ প্রনাম করে
চারিদিকেতে বেড়া তার মধ্যেতে ঠাকুর
রাত দুপুরে বাজে সেথা পায়ের নুপুর
বাঁশের বেড়া সেথা মজবুত ভাবে
একবার গেলে সেথা দেখিতেই পাবে
বেড়ার মাঝেতে আবার কেহ বাঁধে ডিল
সেগুলি দেখায় সুন্দর করে ঝিল মিল
আপনারা যাবেন সেথা যে কোনো বারে
দেখিয়া আসিবেন সেথা ঠাকুর মন্দিরে
ফালেশ্বরে আপনারা যাবেন যখন
মনে করে আনিবেন পত্র তখন
ঠাকুরের হয়েছে এবার নূতন পুকুর
দেশের লোকেরা বলেন নূতন ঠাকুর
ঠাকুরের কাছে গেলে পর দূরে যায় ত্রাস
দক্ষিন হ'তে বহে তখন শীতল বাতাস
সন্ধ্যা সকাল সেই খানেতে বহুলোক যায়
গেলে পরে মানবের শরীর জুড়ায়

(বার)

কেহ বা বলে সেথা সুন্দর বার।
দিনে দিনে বাড়ে তার ক্ষয় নাই আর॥
শনিবার মঙ্গলবারে বেশী লোক হয়।
সেই স্থানেতে যেই যায় তার হয় জয়॥
আপনারা যাবেন সেথা প্রতি মাসে মাসে।
মলে পরে থাকিবেন ঠাকুরের বাসে॥
কলিযুগে প্রভু তুমি হয়ে অবতার।
মহাপাপ হতে তুমি করিলে নিস্তার॥
প্রতিদিন প্রাতে যেবা স্তব পাঠ করে।
প্রেম ভক্তি সমুদিত তাঁহার অন্তরে॥
কিংবা যদি কেহ করে স্বকর্ণে শ্রবন।
ভক্তিসহ মাত্র এই স্তবের পঠন॥
অথবা একান্তমনে করে যে স্মরণ।
হবে নিশ্চয় তার দুঃখ বিমোচন॥
কলিযুগে ইহা বিনা গতি নাহি আর।
সার হইল সব জীবনের সার॥
রোগ, শোক, আধি, ব্যাধি সব হয় নাশ।
অন্তিমে থাকে না তার সমনের ত্রাস॥
এক কণ্ঠে বল সবে বাবা ক্ষ্যাপেশ্বর।

(ভের)

ঘুচে যাবে সব দ্বন্দ যদি বলেন ঈশ্বর
এই কথা শুনে আপনারা চলুন ফালেশ্বরে
ফালেশ্বরে গেলে পরে পাপ যাবে দূরে ।

শ্রীশিব স্তোত্রম্—

হর শিব শঙ্কর শশাঙ্ক শেখর হর বম্ হর বম্
বম্ বম্ ভোলা
তুঁহি বিশ্বেশ্বর করুণা সাগর সৃজন সংহার
তুহারি খেলা ।
ডমরু ডিমি ডিমি বাজিছে ঘন ঘন
মৃদঙ্গ তালেতালে তাণ্ডব নর্ত্তন
ভৈরবী ভৈরব আনন্দে করে রব
ফণীময় কুণ্ডল গলে হাড় মালা
ভালে বহ্নি জ্বলিছে ধক্ ধক্ অঙ্গে জ্যোতি
শোভিছে ধক্‌মক্ ।
বৃষং বাহন গৌরী লয়ে বামে
জটী মূলে জাহ্নবী পিনে বাঘ ছাল
দেব পঞ্চানন ভস্ম বিভুষণ ভুত ঈশ্বর ভুত পালন
অনাদি অনন্ত পুরুষ প্রধান বিষপানে কণ্ঠ নীল বে
কাতরে কহিছে দীন ও রাঙ্গা চরণে

(চৌদ্দ)

নরক ব্রহ্মা নাম, অন্তে দিও কানে
পূত গঙ্গা জলে বহিয়া তব কোলে
সাঙ্গ হবে মোর, এই ভব লীলা।

হর পাপ তাপ হর হর স্তোত্রম্
হর পাপ হর হর তাপ হর
(হর) হর হর হর মম শোক হর।
হর ক্রোধ হর হর লোভ হর
(হর) হর হর হর অজ্ঞান হর,
হর মিথ্যা হর হর ভীত হর
হর কৃপণতা কুটিলতা দৈন্য হর।
হর দম্ভ হর হর হিংসা হর
(হর) হর হর হর সব দোষ হর
হর ব্যাধি হর হর অশুভ হর।
হর শঙ্কর সঙ্কট মুক্ত কর
হর মহেশ্বর জগৎ গুরু
হর প্রসীদ প্রসীদ করুণা কুরু।
জয় জয় জয় হর বিজয় কর
হর নমস্কার শিব ! — নমস্কার ॥

(পত্রের)

ও প্রাসাদী

দাও গুরু আমায় শিক্ষা ব্রত
(করি) সারাজীবন ব্রত পালন
হয়ে তোমার পদানত ।
খুলিয়া হৃদয় দ্বার পাঠ করি বারে বার
(ওগো) অভিপ্রায় কি তোমার বল
আভাসে ইঙ্গিতে যত ।
(ওগো) কখন তুমি কোন বেশে, কি ব
যাবে এসে, আমি শুনব এসে ব্যাকুল হয়ে,
তোমারি বাণী অবিরত ॥
যে চরিত্রে ভাল যাহা, ভাল বেশে লবে তাহা
ভালরে বাসিয়া ভাল । (আমি) হব ভালয় প
যে অবস্থায় যে শিক্ষা, যে মন্ত্রেতে যে দীক্ষা
তুমি দিয়ে যাবে ভাল বেশে,
আমি লব শিরে অবনত
আমায় যেমন রাখ তেমনি রব । যা সহাবে
সব হবে তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা ।
(আমি) হব তোমার মনের মত ।

মূল্য—৵০ আনা

মুকুন্দরা